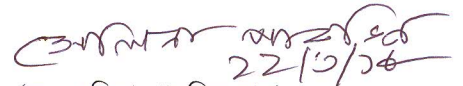


উইল্ট রোগের কারণঃ ব্যাকটেরিয়া/ছত্রাক/নিমাটোড

দমন ব্যবস্থাপনাঃ

- রোগ প্রতিরোধক জাত (যেমনঃ বেগুনের জন্য বারি বেগুন-৮ ও বারি বেগুন -১০ এবং টমেটোর জন্য বারি টমেটো-৮, বারি টমেটো-১০ ও বারি টমেটো-১৭) লাগানো এবং আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা ।
- আক্রান্ত জমিতে পরিমিত পরিমাণে সেচ দেয়া এবং পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা ।
- চারা রোপনের ২১ দিন পূর্বে জমিতে আধা পাঁচা মুরগির বিষ্ঠা প্রতি হেক্টরে ৫ টন হারে প্রয়োগ করা/ চারা লাগানোর ২ সপ্তাহ আগে সরিষার খৈল প্রতি হেক্টর জমিতে ৫০০ কেজি হারে প্রয়োগ করা ও মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দেয়া ।
- ফুরাদান ৫ জি প্রতি হেক্টর জমিতে ২৫ কেজি হারে প্রয়োগ করা/ প্রতি হেক্টর জমিতে ব্লিচিং পাউডার ২০ কেজি হারে প্রয়োগ করা ।
- জমিতে শস্য পর্যায়ে (সরিষা, বাদাম, ভুট্টা, ধান, পাট ইত্যাদি) অবলম্বন করা ।
- মাঠে লাগানোর পর রোগ দেখা দিলে ছত্রাকজনিত চলে পড়ার জন্য কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমনঃ অটোস্টিন/নোইন (২ গ্রাম/লিটার) ৩-৪ বার ১০ দিন অন্তর অন্তর প্রয়োগ করা ।



(ড. সেলিনা পারভিন বানু)

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান

বেগুন পরিবারে ফসলে ঢলে পড়া সমস্যার কৃষিতাত্ত্বিক সমাধান

মাটিতে অধিক আর্দ্রতা অথবা প্রচণ্ড খরার কারণে বেগুন পরিবারের ফসলে ঢলে পড়া লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

সাধারণত: মধ্যম নিম্নভূমিতে-এঁটেল মাটিতে যেখানে পানি নিষ্কাশনের সুবিধা কম সেখানে বেগুন পরিবারের ফসলে ঢলে পড়া লক্ষণ সহজে প্রকাশ পায়। নিম্নরূপ কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বেগুন ফসলের ঢলে পড়া প্রতিকার করা যায়।

- ১। উঁচু বেড়ে বেগুন পরিবারের ফসল আবাদ করতে হবে। দুই বেড়ের মাঝে নালা করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ২। নিচু জমি বা মধ্যম নিচু জমি পরিহার করে উঁচু বেলে দো-আঁশ মাটিতে ফসল আবাদ করতে হবে।
- ৩। দুই থেকে তিন বছর পর জমিতে বেগুন পরিবারের ফসল ছাড়া অন্য ফসল আবাদ করতে হবে।
- ৪। জমিতে তিন টন/হে: জৈব পদার্থ বা পঁচা মুরগির বিষ্ঠা প্রয়োগ করতে হবে।
- ৫। বেগুন ফসলের ক্ষেত্রে ঢলে পড়া সহিষ্ণু জাত যেমন: বারি বেগুন-৮ চাষ করা যেতে পারে।